২/৭/2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি মহাবিদ্যালয়

শিক্ষক সংকট, পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ নেই

কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে পাঠদানও বন্ধ

গফাজ্জল হোসেন লুতু, সৈয়দপুর থেকে : ক্ষক-শিক্ষিকা, শ্রেণীকক্ষ সংকটসহ নাবিধ সমস্যার কারণে সৈয়দপুর রকারি কারিগরি মহাবিদ্যালয়ের পাঠদান র্যক্রম মারাত্মক বিঘ্নিত হচ্ছে। ত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে কারিগরি শিক্ষা দানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণের ক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই মহাবিদ্যালয়টিতে খনো কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে পাঠদানই য়েছে বন্ধ। ফলে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হাবিদ্যালয়টি আর তার অতীত ঐতিহ্য ও নামকে ধরে রাখতে পারছে না।

কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে বেকারত্ব রসনের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬৫ সালে দেশের রটি স্থানে চারটি সরকারি কারিগরি চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সৈয়দপুর হরের উপকণ্ঠে সেনানিবাসের পাশে তষ্ঠিত হয় সরকারি কারিগরি চবিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে নতলা বিদ্যালয় ভবন ও ছাত্রাবাসসহ রিগরি পাঠদানের বিভিন্ন অবকাঠামো রি করা হয়। শুরু থেকে বিদ্যালয়টির ঠদানের সুনামসহ ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্ব ফলাফলের কথা ছড়িয়ে পড়ে রদিকে। ফলে প্রথম এটি সরকারি রিগরি উচ্চ বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লে পরবর্তীকালে ১৯৭৭ সালে এ তষ্ঠানকে উচ্চ মাধ্যমিক থেকে হাবিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়।

সে সময় কাঠ, লোহা-লক্কর ও মিতিক কারিগরি অঙ্কন শিক্ষা (জ্যাক্য) ল মহাবিদ্যালয়টির অধ্যয়নরত ত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক।

কিন্তু ১৯৮৩ সালে এসে সরকার রিগরি শিক্ষকে ঐচ্ছিক শিক্ষা হিসেবে ষণা দেয়। পরবর্তীকালে ১৯৯০ সালে রকার আবারও উল্লিখিত বিষয় তিনটি কত্রিত করে 'কর্মমুখী শিক্ষা' নামে ১০০ রের একটি বিষয়ে রূপান্তরিত করে। ন্তু চতুর্থ বিষয় হিসেবে কর্মমুখী শিক্ষা ষয়টি নিয়ে পড়তে ছাত্রছাত্রীদের তেমন আগ্রহ না থাকায় এবং উক্ত বিষয়ে শিক্ষক সংকটের কারণে এটির পাঠদান প্রায় বন্ধ। ফলে বর্তমানে মহাবিদ্যালয়টির নামকরণ নিয়ে অনেকেই রসিকতা করেন। কারণ সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি মহাবিদ্যালয় নামকরণ হলেও বর্তমানে এখানে কারিগরি বিষয়ে পাঠদান কার্যক্রম রয়েছে বন্ধ। এটি এখন নামসর্বস্ব কারিগরি মহাবিদ্যালয়।

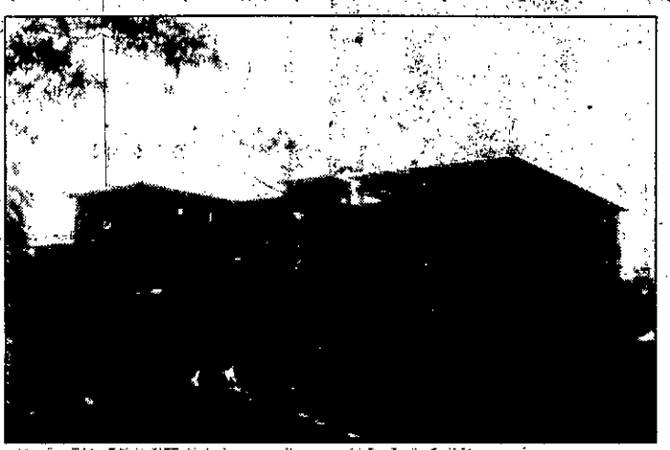

কারিগরি মহাবিদ্যালয় ভবন- —ভোরের কাগজ

শিক্ষক-শিক্ষিকার সংকটের কারণে বর্তমানে মহাবিদ্যালয়টির সাধারণ শিক্ষাদানও প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে। মহাবিদ্যালয়টির অধ্যক্ষ, সহকারী প্রধান শিক্ষক পদসহ মোট ১৬টি শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে কলেজ শাখায় ১৮টি পদের মধ্যে আটটি এবং স্কুল শাখায় সাতটি পদে শিক্ষক নেই দীর্ঘদিন ধরে।

সূত্র মতে, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আব্দুস সালাম চাকরি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার পদে যোগদান করেছেন। ফলে গত বছরের ১০ ডিসেম্বর থেকে অধ্যক্ষর পদ শূন্য রয়েছে।

স্কুল শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষিকা মিসেস ফিরোজা খাতুন চাকরি শেষে অবসর নেন। তার পদে সহকারী শিক্ষক মোজাম্মেল হক পদোন্নতি পেয়ে দায়িত্ব নিলেও বর্তমানে তিনিও অবসরকালীন ছুটি (এলপিআর)তে রয়েছেন। আর এতে স্কুল শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদও শূন্য হয়ে পড়ে।

বর্তমানে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এ কে এম ফারুক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং স্কুল শাখার সহকারী শিক্ষিকা মিসেস সফুরা বেগম ভারপ্রাপ্ত সহকারি প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কলেজ শাখায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়গুলোতে দুই জন করে শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ থাকলেও রয়েছে একজন করে। ফলে উল্লিখিত বিষয়সমূহের কোনো একজন শিক্ষক কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আর নিয়মিত ক্লাস চালানো সম্ভব হয় না।

স্কুল শাখায় গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়সমূহ পাঠদানের জন্য দুজন বিএসসি ডিগ্রিধারী শিক্ষিকা কর্মরত থাকলেও এর মধ্যে একজন শিক্ষিকা বর্তমানে বিএ প্রশিক্ষণে রয়েছেন। তাই বর্তমানে মাত্র একজন শিক্ষিকাকে গোটা বিদ্যালয় শাখার গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদান করা হচ্ছে। তাছাড়া কলেজ শাখার লাইব্রেরি ও লাইব্রেরিয়ান কাম ক্যাটালগার পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। ফ লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই থাকলে মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী মাঝে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

মহাবিদ্যালয়টিতে শিক্ষক-শিক্ষি পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেশ কটি অনেক দিন যাবৎ শূন্য থাকায় অফিসি কাজকর্মে মারাত্মক বিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপ থাকলেও শ্রেণীকক্ষের অভ যন্ত্রপাতিগুলো বাক্সবন্দী অবস্থায় রয়ে দীর্ঘদিন থেকে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানকালীন স নির্মিত তিনতলা ছাত্রাবাসটিতে বর্তম স্কুল ও কলেজ শাখার শিক্ষার্থীরা অব করছে। ছাত্রাবাসে আসন অপ্রতুল কারণে দূর-দূরান্তের অধ্যয়নরত মে ছাত্রছাত্রীকে শহরের বিভিন্ন স্থ বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতে হচ্ছে।

উল্লিখিত নানাবিধ সমস্যার আব পড়ে ঐতিহ্যবাহী মহাবিদ্যালয়টি বর্তম তার অতীত ঐতিহ্য প্রায় হারাতে বসে বর্তমান সরকার কারিগরি শিক্ষার ও বিশেষ নজর দিলেও সৈয়দপুর সরক কারিগরি মহাবিদ্যালয়টির ব্যাপারে নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।